৪র্থ পাঠ

পবিত্র আত্মাঃ একজন বিচক্ষণ প্রশাসক

যীশু তাঁর শিষ্যদের কেন বলেছিলেন, "আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল," (যোহন ১৬ ঃ ৭) এ বিষয়ে কি আপনার মনে কখনও প্রশ্ন জেগেছে? এর কারণ মানবরূপে তিনি এক সময়ে কেবল মাত্র এক জায়গায় থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর স্থানে যখন পবিত্র আত্মা আসবেন তখন সময় অথবা কাজের ক্ষেত্রে কোনই সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

এইরূপে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের শুধুমাত্র একটি কাজের দায়িত্বই দেন না, অধিকন্তু সেই কাজটি সম্পাদনে আমাদের সাহায্যও করেন। এর চেয়েও বড় কথা হোল তিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের সমস্ত আত্মিক প্রয়োজনে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচালনা, সহভাগিতা, সান্ত্বনা এবং সামর্থ দান করেন।

পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে আমরা মানুষকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে ঈশ্বর কিরূপ যত্নবান তা দেখেছি। আগের পাঠে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর প্রতিটি নারী-পুরুষকে এত বেশী ভালবেসেছেন যে তিনি নিজেকে অবনত করে একজন মানুষ হয়েছেন। এখন পবিত্র আত্মার দিকে তাকিয়ে আমরা মানুষের জন্য তাঁর একইরূপ ভালবাসা এবং ব্যক্তিত্বের একই বিস্ময়কর গুণাবলী দেখতে পাই।

আমার প্রার্থনা, এই পাঠ অধ্যয়নের ফলে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কাজের প্রভাব যেন আপনার জীবনে অধিকতর অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়। তাহলে তাঁর সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং অপরের প্রতি আপনার পরিচর্যার মধ্যে তা প্রতিফলিত হবে (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৮)।

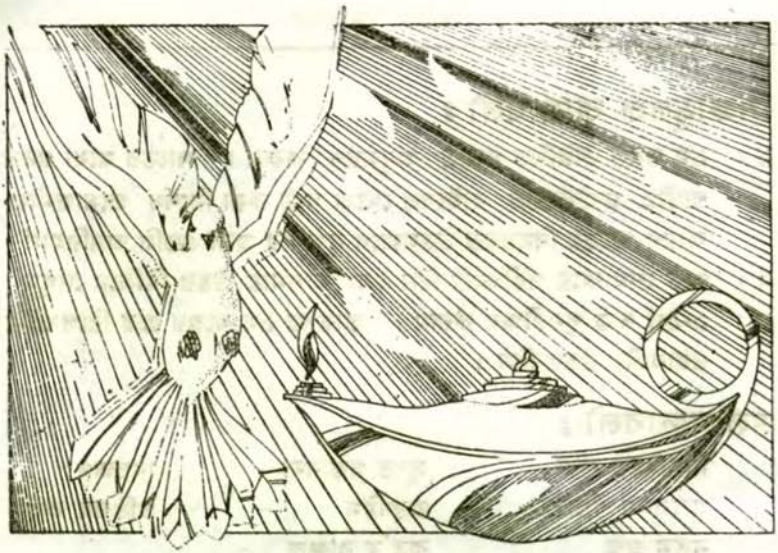

পাঠের খসড়া ঃ

পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের নিদর্শনগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলি উল্লেখ করতে এবং সেগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের এবং মণ্ডলীর ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

★ আপনার দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র আত্মার ফল অনুশীলন করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্য্যাবলী ঃ

১। ১ম পাঠে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন। পাঠের মধ্যে প্রদত্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বাইবেল থেকে পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ পাঠের বিষয়বস্তু উত্তমরূপে বুঝবার জন্য এগুলি অপরিহার্য।

২। পাঠ শেষ করে পরীক্ষাটি দিন এবং আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

৩। ১-৪র্থ পাঠ পুনরীক্ষণ করুন। তারপর ১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

নিমজ্জিত করা	সুপ্ত সম্ভাবনা	বিচক্ষণ
সংবেদন শীলতা	অকৃত্রিম	প্রতিপন্ন করা
নূতন জন্ম	কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব ঃ

১ম পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব বা প্রকৃতি অধ্যয়ন করছি। আমরা তাঁর সত্ত্ব আলোচনা করেছি এবং এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছি ঃ

১। ঈশ্বর আত্মা।
২। তিনি এক ঈশ্বর।
৩। তিনি ব্যক্তি সম্পন্ন।
৪। তিনি ত্রিত্ব ঈশ্বর।
৫। তিনি অনন্তজীবী।
৬। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়।

আমরা আরো দেখেছি যে, ঈশ্বরের এই গুণাবলী পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সকলের প্রতিই সমান ভাবে প্রযোজ্য। গৌরবে তিন ব্যক্তিই সমান এবং তাদের পদ মর্যাদা সমান চিরস্থায়ী। যেহেতু ঈশ্বরের তিন বক্তির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান, তাই খ্রীষ্ট সম্পর্কে আলোচনায় আমরা এগুলির পুনরাবৃত্তি করিনি, তেমনি পবিত্র আত্মার বিষয় আলোচনায়ও এগুলি আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সে যা হোক, পবিত্র আত্মা যে প্রকৃতই ঈশ্বর এবং ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আমরা পুনরায় সংক্ষেপে এই বিষয়টির উপরে প্রাধান্য দিতে চাই। প্রথমে আমরা তাঁর ঈশ্বরত্ব আলোচনা করব।

তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁকে প্রদত্ত বিভিন্ন ঐশ্বরিক নাম এবং তাঁর বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপিত ঈশ্বরত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করতে পারা।

পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি অনন্তজীবী। **অনন্তজীবী** কথাটির মানে "যার স্থায়িত্ব অসীম ঃ যার কোন আরম্ভ, শেষ, অথবা সীমাবদ্ধতা নেই।" এইরূপে এটি ঈশ্বরেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের অনুপ্রাণিত লেখক বলেন যে তিনি "অনন্ত পবিত্র আত্মা" (ইব্রীয় ৯ ঃ ১৪)। এখানে ব্যবহৃত 'অনন্ত' কথাটি পিতা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের অনন্ততা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত একই শব্দ।

এছাড়া পবিত্র আত্মা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিরও অধিকারী ঃ

১। তিনি সব জায়গায় আছেন (সর্বত্র বিরাজমান)। গীত-রচয়িতা দায়ূদ বলেছেন, "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব ? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পালাইব ?" (গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ৭-১০)।

২। তিনি সব জানেন (সর্বজ্ঞ)। প্রেরিত পৌল করিন্থের বিশ্বাসীদের কাছে এই ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যটির বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন 'ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া ঈশ্বরের চিন্তার বিষয় অন্য কেউ জানতে পারে না" (১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০-১১)। তদুপরি, যিনি ঈশ্বরের চিন্তার বিষয় জানেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাও জানেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের প্রার্থনা করতে সক্ষম করেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৬-২৭)।

৩। পবিত্র আত্মা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী (সর্ব শক্তিমান)। অর্থাৎ, তিনি, ঈশ্বর যা চান, কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার অধীন না হয়ে তার সব কিছুই করবার শক্তি ও সামর্থ রাখেন।

১। নীচের উপযুক্ত সংজ্ঞার সাথে (বামে) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের (ডানে) মিল দেখানোর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপিত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করুন।

..... ক) সময় বিচারে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা অনুপস্থিত।	১। সর্বশক্তিমত্তা।
	২। সর্বজ্ঞতা।
..... খ) মহা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে সক্ষম।	৩। সর্বত্র বিদ্যমানতা।
	৪। অনন্ততা।
..... গ) এমন একটি গুণ যার ফলে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার অধীন না হয়ে ঈশ্বর যা চান পবিত্র আত্মা তার সব কিছুই করতে সক্ষম।	
..... ঘ) অসীম জ্ঞানের অধিকারী।	

তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব সূচক নাম ঃ

কৌতুহলের বিষয় হোল প্রেরিত পিতর প্রতারণাকারী অননীয়কে বলেছিলেন যে, সে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বলবার দ্বারা ঈশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বলেছে (প্রেরিত ৫ ঃ ১-৪)। এইরূপে প্রেরিত পিতর পবিত্র আত্মার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন। প্রেরিত পৌলও দৃঢ়ভাবে এই সত্য ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা, যিনি প্রভু, তাঁর দ্বারা আমরা বদলে গিয়ে ক্রমেই খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠছি (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৭-১৮)। প্রেরিত পৌলের সময়ে কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই প্রভু বলে সম্মোধন করা হোত। প্রকৃত পক্ষে তখনকার রোম সম্রাটগণ এবং মিসরীয় শাসনকর্তাগণও সরকারী ভাবে নিজেরা দেবতার পদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রজাদের পক্ষ থেকে

তাদের জন্য "প্রভু" সম্বোধন অনুমোদন করতেন না। এই ব্যবহার তাই এই সত্যটিই প্রতিপন্ন করে যে, পৌল যখন পবিত্র আত্মাকে প্রভু বলেছেন তখন তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বই স্বীকার করেছেন।

২। নীচের কোন্ শাস্ত্রীয় উল্লেখগুলি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় ?

ক) পৌল পবিত্র আত্মাকে "প্রভু" বলেছেন।

খ) যীশু পবিত্র আত্মাকে সাহায্যকারী বলেছেন।

গ) যিশাইয় ভাববাদী "সদাপ্রভুর আত্মার" কথা বলেছেন (যিশাইয় ১১ ঃ ২)।

ঘ) পিতর বলেন যে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা কথা বলা।

কতিপয় শাস্ত্রীয় পদ পবিত্র আত্মার সম্মিলনের দ্বারা তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করে। নীচে প্রদত্ত প্রথম দু'টি উদাহরণে পবিত্র ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সম্মিলনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব অনুমিত হয়েছে। এখানে আমরা যেমন ব্যক্তিদের এক অপরিহার্য সমতা তেমনি অপরিহার্য ঈশ্বরত্ব দেখতে পাই।

১। মথি ২৮ ঃ ১৯ **বাপ্তিস্মের সূত্র ঃ** "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।"

২। ২ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১৪ **ত্রৈপ্রিতিক আশীর্বচন ঃ** "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার যোগাযোগ সম্বন্ধে তোমাদের সকলের অন্তরে থাকুক।"

৩। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের দেহরূপে দেখি (২৭ পদ)। এর বৃদ্ধিতে সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বর এই মণ্ডলীর উপরে বিভিন্ন পরিচারক নিয়োগ করেছেন (২৮ পদ)। এবং সার্বভৌম ক্ষমতা হিসেবে পবিত্র আত্মা এই দেহের জন্য বিভিন্ন বরদান বিতরণ করেন (১১ পদ)। এখানে আমরা

যে পারস্পারিক সম্পর্ক দেখতে পাই পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতেই কেবল যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কারণ কেবল মাত্র এর ভিত্তিতেই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরত্বের অধিকারগুলি অনুশীলন করে সার্বভৌম ক্ষমতারূপে ইচ্ছা মত বরদানগুলি বিতরণ করতে পারেন (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-৬, ১১)।

৪। প্রেরিত ২৮ ঃ ২৫-২৮। প্রেরিত পৌল এই বিষয়টির উপরে বিশেষ আলোকপাত করেন যখন তিনি বলেন যে যিশাইয় ৬ ঃ ৯-১০ পদের কথাগুলি পবিত্র আত্মা বলেছিলেন, যিশাইয়ের মতে যেগুলি ঈশ্বরের বলা কথা। এই দু'টি শাস্ত্রাংশের তুলনা করুন। এই তুলনা দেখায় যে, পবিত্র আত্মা যেহেতু পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাই তিনি পৃথিবীতে পিতার পক্ষে কাজ করেন। নীচের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এর আরও প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ঃ তিনি লোকদের খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করেন (যোহন ৬ ঃ ৪৪), তিনি সত্য প্রকাশ করেন (যোহন ১৪ ঃ ২৬ ; ১৬ ঃ ১৩), এবং তিনি পথ দেখিয়ে নেন (রোমীয় ৮ ঃ ১৪)।

৫। আদি ১ অধ্যায়। আদি ১ ঃ ২৬ পদে আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সম্মিলিত কাজ দেখতে পাই, যেখানে ঈশ্বর বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য নির্মাণ করি।" প্রথম পাঠে আমরা যেমন দেখেছি, এখানে সর্বনামের বহু বচন ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। এর অর্থ হোল সৃষ্টি কাজে তাদের সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই শাস্ত্রাংশগুলি পবিত্র ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক দেখানোর মাধ্যমে শাস্ত্রগতভাবে এটাই প্রতিপন্ন করে যে, পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্রের সাথে সমান ঈশ্বর।

৩। বাম পাশের কোন্ শাস্ত্রাংশ ডান পাশে প্রদত্ত পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের কোন্ নিদর্শন বর্ণনা করে তা দেখান।

ক) প্রেরিত ২৮ ঃ ২৫-২৮ এবং যিশাইয় ৬ ঃ ৯-১০।	১। জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব।

·· খ) ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়। ২। পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার কাজ।
·· গ) ২ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১৪। ৩। ঐশ্বরিক সার্বভৌম ক্ষমতা।
···ঘ) আদি ১ অধ্যায়। ৪। ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে
·· ঙ) মথি ২৮ ঃ ১৯। ঐশ্বরিক সমতা।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলি সনাক্ত করতে পারা।

ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলি ঃ

১ম পাঠে আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে ঃ ১) **বুদ্ধিবৃত্তি** (চিন্তা করবার ক্ষমতা), ২) **সংবেদনশীলতা** (অনুভব করবার ক্ষমতা) এবং ৩) **ইচ্ছা** (সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা)। পবিত্র আত্মার বিষয় বর্ণনাকারী বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ অনুসন্ধান করে এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে তাঁর উপরে প্রযোজ্য হয় আমরা তা দেখব।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাইবেলে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে জীবন যাপন করা সম্পর্কে তার কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক উপদেশের উপসংহারে প্রেরিত পৌল "পবিত্র আত্মার মনের" বিষয় উল্লেখ করেছেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৭), যা পবিত্র আত্মার **বুদ্ধিগত** কাজ নির্দেশ করে। প্রেরিত পবিত্র আত্মার প্রতি **সংবেদনশীলতাও** আরোপ করেছেন (রোমীয় ১৫ ঃ ৩০)। অর্থাৎ তিনি পবিত্র আত্মার অনুভব করবার—এখানে **ভালবাসা** অনুভব করবার এবং তাঁর **অনুভূতি প্রকাশ করবার** ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করেছেন। পরিশেষে, প্রেরিত পৌল করিন্থের বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার সার্বভৌম ক্রিয়াকলাপের কথা বলেছেন। পবিত্র আত্মা তাঁর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত মত বিশ্বাসীদের বিভিন্ন বরদান দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর **ইচ্ছাশক্তি** প্রদর্শন করেন (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১১)। এই শাস্ত্রাংশ-গুলি দেখায় যে পবিত্র আত্মা ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী।

৪। নীচের অনুশীলনীতে ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলির (ডানে) সাথে তাদের সংজ্ঞা বা বর্ণনার (বামে) মিল দেখান।

...ক) যা কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য দেয়। — ১। বুদ্ধি।

.. খ) চিন্তা করবার, যুক্তি বিচার করবার এবং জানবার ক্ষমতা। — ২। সংবেদনশীলতা।

.. গ) অনুভব করবার, আবেগ প্রকাশ করবার ক্ষমতা। — ৩। ইচ্ছা শক্তি।

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য উপাদান ঃ

ব্যক্তিত্বের এই অপরিহার্য উপাদানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদান রয়েছে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এগুলি হোল ঃ ১) ব্যক্তিগত সম্মেলন বা যোগ, ২) ব্যক্তিগত কার্যাবলী, ৩) ব্যক্তিগত নাম, ৪) ব্যক্তিগত সর্বনাম, এবং ৫) ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার। এদের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

১। **ব্যক্তিগত সম্মেলন বা যোগ।** আমরা আগেই দেখেছি যে বাপ্তিস্মের সূত্র এবং প্রৈরিতিক আশীর্বচনে পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের সাথে অভিন্নরূপে দেখান হয়েছে। অন্য ব্যক্তিদের সাথে এইরূপ সম্মিলন বা যোগ ব্যক্তিত্বের ইংগিতবাহী। কোন লোককে পিতা, পুত্র এবং "শক্তি", "নিশ্বাস", "ক্ষমতা", অথবা "বাতাসের" নামে বাপ্তিস্ম দেওয়ার আদেশ করা কি বোকামী হোত না (মথি ২৮ ঃ ১৯)? তা বাস্তবিকই মূর্খতা হোত, কারণ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগ দিতে ও কাজ করতে পারেন।

নিঃসন্দেহে, এর ভিত্তিতেই যিরূশালেমের মহা-সভার প্রেরিত এবং প্রাচীনগণ লিখেছিলেন, "পবিত্র আত্মা আর আমরা এটাই ভাল মনে করলাম যে, এই দরকারী বিষয়গুলো ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা আপনাদের উপর যেন বোঝা চাপানো না হয়..... " (প্রেরিত ১৫ ঃ ২৮)। পবিত্র ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সম্মিলন বা যোগ সুস্পষ্ট রূপেই পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে।

২। **ব্যক্তিগত কার্যাবলী।** পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত পবিত্র আত্মার কার্যাবলী আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে এগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বকে এক পূর্ণতার অর্থ প্রদান করে। প্রতিটি শাস্ত্রাংশ অবশ্যই পাঠ করবেন।

শাস্ত্রাংশ	ব্যক্তি স্বভাবের কার্য
২ পিতর ১ ঃ ২১	পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন, প্রেরণা দেন এবং সামর্থ দেন।
১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০	তিনি অনুসন্ধান করেন।
প্রেরিত ১৩ ঃ ২, প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৭	তিনি কথা বলেন, এবং সেবা করবার জন্য লোকদের আহ্বান জানান।
যোহন ১৫ ঃ ২৬	তিনি সাক্ষ্য দেন।
প্রেরিত ১৬ ঃ ৬-৭	তিনি সেবার কাজে তাঁর লোকদের পরিচালনা দেন, অনেক সময় তিনি তাদের কোন কোন কাজ করতে নিষেধ করেন, অথবা বাধা দেন।
রোমীয় ৮ ঃ ২৬	তিনি আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।
যোহন ১৪ ঃ ২৬	তিনি শিক্ষা দেন।
যোহন ১৬ ঃ ৮-১১	তিনি তিরস্কার করেন।
যোহন ১৬ ঃ ১৩	তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নেন।
যোহন ১৬ ঃ ১৪	তিনি খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করেন।
যোহন ৩ ঃ ৫	তিনি আমাদের নূতন জন্ম দেন।

৫। উপরোক্ত কাজগুলি পবিত্র আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে কি প্রকাশ করে? উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩। **ব্যক্তি সূচক নাম।** তাঁর ক্রুশারোপণের প্রাক্কালে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাদের ছেড়ে যাবেন। তাঁর চলে যাবার ফলে তারা তাঁর নেতৃত্ব, আশ্বাস এবং পরামর্শ (সাহায্য) থেকে বঞ্চিত হবে জেনে যীশু বলেছিলেন, "আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন" (যোহন ১৪ ঃ ১৬)।

যিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন, সেই **পবিত্র আত্মার** পরিচয় যীশু তখনই প্রকাশ করেছেন (যোহন ১৪ ঃ ২৬)। যীশু দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বলেন যে, তিনি যেমন পিতাকে প্রকাশ করতে এসেছেন, পবিত্র আত্মা তেমনি মানুষের কাছে যীশুর স্বভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন (এই শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে তুলনা করুন ঃ যোহন ১৪ ঃ ১৫-১৮, ২৬; ১৫ ঃ ২৬ এবং ১৬ ঃ ১৩-১৫)। অতএব আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মাকে **সাহায্যকারী** বলা হয়েছে এবং তাঁকে পাঠান হয়েছে যেন তিনি যীশুর স্থান গ্রহণ করে **আর এক** সাহায্যকারী রূপে যীশুর কার্য সাধন করেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এমন এক গভীর উপলব্ধি, অনুভূতিশীল ও সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন, যিনি ঈশ্বর-পুত্রের বদলে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

পুত্রকে গৌরবান্বিত করবার এবং বিশ্বাসীদের আত্মিক প্রয়োজনে তাদের সেবা করবার জন্য পুত্রের অনুরোধে পিতা পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন (যোহন ১৫ ঃ ২৬)। তাঁকে **সত্যের আত্মা** (যোহন ১৪ ঃ ১৭), **জীবনের আত্মা** (রোমীয় ৮ ঃ ২), **অনুগ্রহের আত্মা** (ইব্রীয় ১০ ঃ ১৯), **দত্তক পুত্রত্বের আত্মা** (রোমীয় ৮ ঃ ১৫, গালাতীয় ৪ ঃ ৫-৭), **প্রতিজ্ঞাত আত্মা** (প্রেরিত ১ ঃ ৫), **পবিত্রতার আত্মা** (রোমীয় ১ ঃ ৪), এবং **পক্ষ সমর্থক** (১ যোহন ২ ঃ ১) অথবা **সাহায্যকারী** (যোহন ১৪ ঃ ১৬, ২৬) নামে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি এই সকল নাম বহন করেন তিনি সেই একই পবিত্র আত্মা যিনি যীশুকে গৌরবান্বিত করেন, আমাদের কাছে তাঁকে বাস্তব করে তুলে ধরেন এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যান।

সেই সাহায্যকারীকে **পবিত্র আত্মা** (ইফিষীয় ৪ ঃ ৩০), **যীশুর আত্মা** (প্রেরিত ১৬ ঃ ৭), **খ্রীষ্টের আত্মা** (রোমীয় ৮ ঃ ৯), **যীশু খ্রীষ্টের আত্মা** (ফিলিপীয় ১ ঃ ১৯) এবং **ঈশ্বরের আত্মা** (১ যোহন ৪ ঃ ২) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। নামগুলি ভিন্ন হলেও এগুলি একই ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করে। বিভিন্ন নাম তাঁর স্বভাব ও কাজের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করে মাত্র।

৪। **ব্যক্তি সূচক সর্বনাম**। যোহন ১৪, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায়ে আপনি সম্ভবতঃ পবিত্র আত্মার উপরে প্রাধান্য আরোপের বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল যোহন পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যক্তি সূচক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, যোহন ১৬ ঃ ১৩ পদে পবিত্র আত্মার জন্য পুং সর্বনাম **'একেইনোস'** ব্যবহার করবার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১ যোহন ২ ঃ ৬; ৩ ঃ ৩, ৫, ৭ এবং ১৬ পদে যীশুর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে এটি সেই একই সর্বনাম।

৫। **ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার**। পরিশেষে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে একজন ব্যক্তির মত আচার ব্যবহার করা যায় এই সত্যটিও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখি যে, তাঁর পরীক্ষা করা যায় (প্রেরিত ৫ ঃ ৯), তাঁকে দুঃখ দেওয়া যায়, (ইফিষীয় ৪ ঃ ৩০), তার কাছে মিথ্যা বলা যায় (প্রেরিত ৫ ঃ ৩), তাঁর নিন্দা করা যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা যায় (মথি ১২ ঃ ৩১, ৩২), তার প্রতিরোধ করা যায় (প্রেরিত ৭ ঃ ৫১) এবং অপমান করা যায় (ইব্রীয় ১০ ঃ ২৯)। কোন এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির সাথে এই প্রকার আচরণ করা যেত না এবং তা এই প্রকার মনোভাবের সাড়া দিতেও সক্ষম হোত না।

৬। নীচের কোন বিশেষণ গুলি পবিত্র আত্মার বর্ণনার জন্য ব্যবহার করা যায়? আপনার মনোনয়ন গুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) সাহায্যকারী।
খ) পথ প্রদর্শক।
গ) নৈর্ব্যক্তিক শক্তি।
ঘ) তিনি।
ঙ) ঈশ্বর।
চ) পক্ষ সমর্থক।
ছ) এটি, ঐটি।
জ) যিনি পরীক্ষিত হন।
ঝ) ব্যক্তি।
ঞ) শিক্ষক।
ট) বুদ্ধিগত।
ঠ) সার্বভৌম।
ড) যিনি আবেগ অনুভব করেন।
ঢ) যার অপমান করা যায়।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব চিন্‌তে পারা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যখন বুঝতে পারি যে তিনি ঈশ্বরের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি আমাদের আরাধনা বিশ্বাস, ভালবাসা ও সম্মান পাবার যোগ্য। তিনি যেন আমাদের অধিকার করে তাঁর সম্মান ও গৌরবের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিৎ।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

পিতা ও পুত্রের সাথে সৃষ্টি কাজে অংশ গ্রহণের মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার একটি কাজ দেখতে পেয়েছি। এ সম্পর্কে গীত রচয়িতা বলেন, "তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়, আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক" (গীতসংহিতা ১০৪ ঃ ৩০)। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই শাস্ত্রাংশে সৃষ্টি রক্ষা বা তত্বাবধানের কাজে পবিত্র আত্মার ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে।

সৃষ্টি, এবং ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তত্বাবধানের মধ্যে তাঁর ক্ষমতার অসীম মহত্ব আলোচনা করতে গিয়ে যিশাইয় ভাববাদী প্রশ্ন করেছেন, "কে সদাপ্রভুর আত্মার পরিমাণ করিয়াছে? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছ?" (যিশাইয় ৪০ ঃ ১৩)। এই প্রশ্নটির কথা বিবেচনা করে আমরা ঈশ্বরের রহস্য জানবার ব্যাপারে মানুষের সামর্থ্য কত সীমাবদ্ধ তা বুঝতে শুরু করি। অতএব এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু বলতে পারি যে, পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমরা

বেশী কিছু বুঝতে পারি না, কিন্তু তাঁর উপস্থিতির দ্বারা আমরা তাঁর সংস্পর্শ লাভ করতে, আশীর্বাদ ও পরিচালনা লাভ করতে এবং তাঁর শক্তির দ্বারা ক্ষমতা লাভ করতে পারি। বাতাসের রহস্য বুঝতে না পারলেও এর ফলগুলি দেখতে পাই, তেমনি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার ফলগুলিও আমরা দেখতে পাই (যোহন ৩ ঃ ৮)।

সীমাবদ্ধ মানুষ অসীম পবিত্র আত্মার কার্যাবলী পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে না পারলেও সে শাস্ত্রে প্রকাশিত তাঁর কার্যাবলীর কতিপয় সাধারণ ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে পারে। শাস্ত্রে প্রকাশিত তাঁর এই কার্যাবলীর মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার ব্যক্তি এবং তাঁর পরিচর্যার বিস্তার সম্বন্ধে একটি প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করি। আমরা নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে তাঁর পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা করব ঃ (১) অবিশ্বাসী জগৎ, (২) স্বতন্ত্র বিশ্বাসী এবং (৩) সমগ্র মণ্ডলী।

অবিশ্বাসী জগতে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পবিত্র আত্মা যে সকল পথে অবিশ্বাসী জগৎ, স্বতন্ত্র বিশ্বাসী এবং মণ্ডলীর পরিচর্যা করেন তার উদাহরণগুলি নির্বাচন করতে পারা।

সৃষ্টি এবং এর তত্ত্বাবধান বাদেও পবিত্র আত্মা বিশ্বাসী জগতের সাথেও জড়িত। যোহন ১৬ ঃ ৮-১১ পদ অনুসারে তিনি মানুষকে পাপ সম্বন্ধে, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেন।

১। **পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন ঃ** যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি "জগৎকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরের বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন। তিনি পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপরে বিশ্বাস করেনা ....." (যোহন ১৬ ঃ ৮-৯)। পবিত্র আত্মা মানুষকে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস না করার পাপ সম্বন্ধে চেতনা দেন।

২। **ধার্মিকতার (নির্দোষিতার) সম্বন্ধে চেতনা দেন।** "নির্দোষিতার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না" (যোহন ১৬ ঃ ১০)। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতা এবং অন্য সকলের অধার্মিকতা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে পাপের উপরে যীশুর জয়লাভের ফলেই ঈশ্বর এখন পাপীদের ধার্মিক (নির্দোষ) বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের ধার্মিক (নির্দোষ) হতে সমর্থ করেন।

৩। **বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেন।** "বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ জগতের কর্তার বিচার হয়ে গেছে" (যোহন ১৬ ঃ ১১)। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং জগতের বিচার—এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক দেখানোর দ্বারা বিচার সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের চেতনা দেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি তাঁর শত্রু শয়তানের উপরে জয়ী হয়েছেন এবং শয়তান অনন্ত মৃত্যুর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। তাই ক্রুশ—একটি ঋণ, পাপের শাস্তি পরিশোধের চিহ্ন স্বরূপ। তাছাড়া তা, যারা গ্রহণ করবে তাদের সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত, এবং তাদের উপর থেকে পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা বাতিল করবারও নিদর্শন স্বরূপ।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা সম্বন্ধে যীশুর প্রদত্ত শিক্ষা (যোহন ১৪ ঃ ১৬-১৭, ২৬; ১৫ ঃ ২৬; ১৬ ঃ ৫-১৫) থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, এই পৃথিবীতে আমাদের প্রভু যীশুর অনুপস্থিতিতে এবং পিতার পক্ষ থেকে পবিত্র আত্মাই অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য দান করবেন। পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীকে পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন এবং তাকে খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করেন (যোহন ৬ ঃ ৪৪)। তার পরে তিনি নতুন বিশ্বাসীকে তার আত্মিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন (১ যোহন ১ ঃ ৯)।

৭। নীচের কোন উক্তিগুলি পবিত্র আত্মার দ্বারা অবিশ্বাসী জগতের পরিচর্যা করা সম্বন্ধে **সত্য** উদাহরণ বর্ণনা করে? আপনার মনোনয়ন গুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) পবিত্র আত্মা কোন একজন পাপী ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেন যে একমাত্র খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাসের দ্বারাই তার পক্ষে ধার্মিক (নির্দোষ) হওয়া সম্ভব।

খ) পবিত্র আত্মা এই জগতে থাকবার দ্বারা শয়তানের উপরে চরম বিজয় লাভ করেছেন।

গ) খ্রীষ্ট একবারে চিরকালের জন্য পাপের পাওনা দণ্ড পরিশোধ করেছেন, এটা প্রকাশ করবার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীদের মনে ঐশ্বরিক বিচার সম্বন্ধে চেতনা দিতে সক্ষম।

ঘ) পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীদের পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন।

স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ তাঁর সাহায্য ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে সকল পথে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন, তাদের ছয়টি পথের ব্যাখ্যা দিতে পারা।

বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকে তিন শ্রেণীভুক্ত করে আমরা এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব ঃ ১) তাঁর সাহায্য ২) তাঁর বাপ্তিস্ম এবং ৩) তাঁর বিভিন্ন প্রতীক। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তাঁর চলে যাওয়া তাদের পক্ষে ভাল, কারণ তাহলে পবিত্র আত্মা তাদের সাহায্য করবেন (যোহন ১৬ ঃ ৭)। বিশ্বাসীরা তাঁর কাছ থেকে কত বেশী সংখ্যক সাহায্য লাভ করতে পারেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

১। **পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাসী হই।** অবিশ্বাসী রূপে আমরা আত্মিক জীবনে মৃত ছিলাম, কিন্তু মন পরিবর্তন ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে এসেছি

তখন আমরা আত্মিক ভাবে নতুন জন্ম লাভ করেছি। আমরা এক নতুন সৃষ্টি হয়েছি (২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭)। আমরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নূতন জন্ম লাভ করে এক নূতন স্বভাব লাভ করেছি। একেই ধর্মতত্ত্ববিদগণ নূতন জন্ম বলে থাকেন। (যোহন ৩ঃ৫-৭, ইফিষীয় ২ঃ৫ এবং তীত ৩ঃ৫)।

২। **আমরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে সাক্ষ্যদান করবার শক্তি লাভ করি।** (প্রেরিত ১ঃ৮)। আমরা যখন অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর বলতে চাই তখন নানা সমস্যার উদয় হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি, লোকজন ও মন্দ আত্মারা আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। এই সকল বাধাকে জয় করবার জন্য আমাদের বিশেষ শক্তি থাকা আবশ্যক। ফলপ্রসূ সাক্ষ্য দানের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস মূল হচ্ছেন ঈশ্বরের আত্মা।

৩। **পবিত্র আত্মা একজন শিক্ষক হিসেবে আমাদের পরিচর্যা করেন।** (যোহন ১৪ঃ২৬; ১৫ঃ২৬; ১৬ঃ১৩)। আমি হয়ত কোন বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত শ্রেণীর লোক নাও হতে পারি, কোন সাহায্যের জন্য পবিত্র আত্মার কাছে এলে তিনি আমাকে শিক্ষা দান করবেন। তিনি অপর যে কোন লোকের মত আমার কাছেও ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করতে একইরূপ আগ্রহী (১ করিন্থীয় ২ঃ১২-১৪)।

৪। **পবিত্র আত্মা আমাদের পক্ষে যে অনুরোধ করেন, তা থেকেও আমরা তাঁর সাহায্য লাভ করি।** এর মানে তিনি আমাদের প্রয়োজনের কথা আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে উপস্থাপন করেন। আমার মত আপনিও কি অনুভব করেন নি যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তা আপনি জানতেন না। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যেন আমরা মোটেই প্রার্থনা করতে পারি না। এই রকম মুহূর্তে আমরা পবিত্র আত্মার প্রার্থনার উপরে আস্থা রাখতে পারি (রোমীয় ৮ঃ২৬)

৫। **পবিত্র আত্মা দিন দিন আমাদের এক বিজয়ী, খ্রীষ্টের সদৃশ জীবনে চালিত করেন।** আমরা যখন নূতন জন্ম লাভ করি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে বাস করতে আসেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমরা দুই স্বভাবের অধিকারী ঃ একটি জাগতিক বা শারীরিক এবং অন্যটি আত্মিক। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেহ এখনও পাপ স্বভাবের নানা প্রলোভনের অধীন। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে আমাদের মধ্যে ভাল-মন্দের এই সংগ্রামের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেন, "আমি জানি, আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপ-স্বভাবের মধ্যে, ভাল বলে কিছু নেই। যা সত্যিই ভাল তা করবার আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নেই" (রোমীয় ৭ ঃ ১৮)। এখানে প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মার সাহায্যের কথা গণ্য করেন নি। কিন্তু ৮ অধ্যায়ে বিজয়ী জীবন যাপন করা প্রসঙ্গে তিনি ১৯ বার পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে পবিত্র আত্মার শাসন হচ্ছে পাপের উপর জয়-লাভের রহস্য। পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মিক উন্নতির কাজে নিয়োজিত, পাপ স্বভাবের উপরে কিভাবে জয়ী হওয়া যায় তিনি আমাদের তা দেখাতে চান (রোমীয় ৮ ঃ ১-১৪)।

আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে কোন স্থান ও কতটুকু গুরুত্ব দেই তার উপরেই আমাদের চরিত্র নির্ভর করে। মানুষ কতগুলি নির্দিষ্ট অভ্যাস নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। পুনঃ পুনঃ করবার মাধ্যমে আমরা যে সকল অভ্যাস গড়ে তুলি তারই ফল হচ্ছে আমাদের চরিত্র। জাগতিক মানুষ শুধুমাত্র তার দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য জীবন যাপন করে, তার চরিত্র এক নিদারুণ বিরক্তিকর ও করুণ চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু আত্মিক ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মাকে তার জীবন পরিচালনা করতে দেন, তার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেরিত পৌল যে সমাধান দিয়েছেন তা হোল ঃ "তোমরা পবিত্র আত্মার অধীনে চলা ফেরা কর। তা করলে তোমরা পাপ স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করবে না" (গালাতীয় ৫ ঃ ১৬)।

৬। **পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয় জীবনের মধুর ফল উৎপন্ন করেন।** একবার এক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, একদল লোক যারা পবিত্র আত্মার সাথে তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে দাবি করেছিলেন, তারা কেন অন্যদের কাছে নিজেদের আত্মিক অবস্থার গর্ব করেছেন? তিনি বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা নিজের সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করবেন এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলাম। দৈহিক কামনা-বাসনা অথবা বাইরের (লোক দেখানো) আধ্যাত্মিকতাকে এড়ানোর জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার অধীনে চলা উচিৎ।

পবিত্র আত্মার অধীনে চলা মানে সর্বদা তাঁর উপরে নির্ভর করা এবং কোন ব্যক্তির জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস রাখা। আমাদের জন্য এক নিষ্পাপ সিদ্ধতার জীবন প্রতিজ্ঞা করা না হলেও আমরা যদি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হই ও তাঁর পরিচালনায় চলি তাহলে আমাদের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হবে। পাপ স্বভাবের কাজগুলি করবার (গালাতীয় ৫ঃ ১৯-২১) বদলে আমরা তখন পবিত্র আত্মার ফলগুলি উৎপন্ন করব ঃ 'ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন" (গালাতীয় ৫ঃ ২২-২৩)। এই গুণাবলী বা ফল হচ্ছে পবিত্র আত্মারই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আমাদের পক্ষে আমাদের বিভিন্ন মনোভাব, সম্পর্ক এবং কার্যাবলীর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখা উচিৎ সেগুলি এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলে কিনা অথবা সেগুলি এই ফলের অভাব দেখায় কিনা। (পবিত্র আত্মার ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য **ফলবান জীবন যাপন—খ্রীষ্টিয় চরিত্র অধ্যয়ন** নামে আই-সি-আই এর কোর্সটি পাঠ করতে পারেন।)

৮। পবিত্র আত্মা যে সকল পথে বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন, নীচের ছয়টি কথার উপর ভিত্তি করে তাদের ছয়টি পথ ব্যাখ্যা করুন।

ক) নূতন জন্ম .....

খ) সাক্ষ্য.....

গ) শিক্ষাদান.....

ঘ) পক্ষ সমর্থন.....

ঙ) পথ নির্দেশ.....

চ) ফল.....

তাঁর বাপ্তিস্ম ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের সাথে সম্পর্কিত বিশেষণ গুলি সনাক্ত করতে পারা।

কতিপয় বর্ণনামূলক বিশেষণের সাহায্যে বাইবেলে বিশ্বাসীর সাথে পবিত্র আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের একটি হোল **বাপ্তিস্ম,** যার মানে "ডুবান বা নিমজ্জিত করা" (মথি ৩ ঃ ১১ ; প্রেরিত ১ ঃ ৫)। কোন ব্যক্তিকে জলের মধ্যে ডুবালে কি ঘটে? সে সম্পূর্ণরূপে ভিজে যায়। তার সর্বঙ্গ জলে সিক্ত হয়। আমরা যে অতি নগণ্য মানুষ, আমাদের পক্ষেও ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণরূপে **সিক্ত** হওয়া (বা তাঁর দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া) সম্ভব।

পবিত্র আত্মার সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্ক বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত আর একটি বিশেষণ হোল **পূর্ণ হওয়া** (প্রেরিত ২ ঃ ৪ ; ৪ ঃ ৩১)। একটি পাত্র যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়, তখন তা আর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে না। একই পথে, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এত বেশী পরিমাণে তাঁর ক্ষমতা ও গৌরব দিতে চান যে আমরা আর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবনা। তখন আমরা খ্রীষ্ট দেহের মধ্যে উপযুক্তরূপে সেবা করবার ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, প্রজ্ঞা এবং অভিষেক লাভ করব। প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদের মত আমরাও বার বার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারি। আর আমাদের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক পূর্ণতা দ্বারা ক্রমাগত ভাবে আমাদের পূর্ণ করতে থাকবেন। বিশ্বাসীদের

উপদেশ দেওয়া হয়েছে "পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হতে থাক" (ইফিষীয় ৫ঃ১৬)। আসুন, আমরা সর্বদা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ থাকতে বাসনা করি।

এই সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার তৃতীয় আর একটি পথ হোল একে পবিত্র আত্মার **বর্ষণ** বলে বর্ণনা করা (যোয়েল ২ঃ২৮-২৯)। যোয়েল শরৎকালীন বৃষ্টিপাতের কথা বলেছেন। ফসল যাতে যথা সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে সংগ্রহের উপযুক্ত হয় সেজন্য ইস্রায়েলের কৃষকগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে এই বর্ষণের প্রতীক্ষা করতেন। ঈশ্বরের গৌরব সাধনের জন্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত সম্ভাবনা যেন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় সেজন্য আসুন আমরাও আমাদের মণ্ডলী সমূহের উপরে ও আমাদের জীবনের উপরে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য একইরূপ আগ্রহী হই।

নূতন নিয়মে আমরা এই ইংগিত পাই যে, উপরোক্ত বিশেষণগুলি যেরূপ নির্দেশ করে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার সেই বিশেষ কার্য আরম্ভ হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই এক প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। কিন্তু এই প্রাথমিক বা প্রথম বাপ্তিস্মকে আমরা যেন আমাদের পবিত্র আত্মার সাথে চলবার চরম পর্যায় বলে মনে না করি।

প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকে উল্লিখিত বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাথমিক (প্রথম) বাপ্তিস্মের (প্রেরিত ২ অধ্যায়) পরেও তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার আরও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ৪ঃ৩১)। পবিত্র আত্মা চালিত জীবনে প্রবেশ করবার পরে তারা তাঁর সঙ্গে চলবার দ্বারা আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি লাভ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ২ করিন্থীয় ৩ঃ১৮, রোমীয় ৮ঃ২৯, এবং ২ পিতর ৩ঃ১৮ পদের মধ্যে তুলনা করুন। এই সম্পর্ক প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে সুন্দর থেকে আরও সুন্দর হওয়া উচিৎ। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অকৃত্তিম

আত্মিক বৃদ্ধি সাধিত হওয়া উচিৎ। পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে যে উত্তম কার্য আরম্ভ করেছেন আমরা যদি তাঁর সাথে চলি তাহলে তিনি তা সম্পূর্ণও করবেন (ফিলিপীয় ১ ঃ ৬)।

৯। নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেটি যে বর্ণনার উপযুক্ত, শূন্যস্থানে সেটি বসিয়ে উক্তিগুলি সম্পূর্ণ করুন ঃ **বাপ্তিস্ম, পূর্ণ হওয়া বর্ষণ।**

ক) ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে ....রূপে দেখা হয়।

খ) যে বিশ্বাসীরা এখনও বাপ্তিস্ম লাভ করেন নি, এবং যারা পবিত্র আত্মার অধীন জীবনে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, তাদের প্রয়োজন পবিত্র আত্মার .....।

গ) যে বিষয়টি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাসীর ধারণ ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে তা হোল .....।

তাঁর বিভিন্ন প্রতীক ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ পবিত্র আত্মার প্রতিটি প্রতীক যে ধারণা প্রকাশ করে, আরও উপযুক্তরূপে প্রভুর সেবা করবার জন্য তা আপনি কিভাবে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন তা বলতে পারা।

বাইবেলে উল্লিখিত যে প্রতীকগুলি পবিত্র আত্মার কাজের কয়েকটি দিক বর্ণনা করে সেগুলি উল্লেখ না করে বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র আত্মার মতবাদ সম্পর্কিত এই অধ্যয়নটি আমরা সমাপ্ত করতে পারি না। নীচের প্রতিটি শাস্ত্রাংশ বের করে পড়ুন এবং প্রতীকটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আবিষ্কার করুন।

পদ	প্রতীক	বর্ণনা
১। মথি ৩ ঃ ১১	আগুণ	যা কিছু অশুচি আগুণ তা পুড়িয়ে ফেলে।
২। মথি ৩ ঃ ১৬	কবুতর	কবুতর নম্রতা বা শান্ত স্বভাব প্রকাশ করে।
৩। ১ রাজাবলী ১৯ ঃ ১৬ ; ১ যোহন ২ ঃ ২০	অভিষেকের তৈল পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেক	পুরাতন নিয়মের রাজা ও ভাববাদিগণকে প্রায়ই তাদের সেবার প্রতি প্রভুর অনুমোদনের চিহ্ন হিসেবে তৈল দিয়ে তাদের অভিষেক করা হোত।
৪। লূক ১১ ঃ ১৩	দান	পবিত্র আত্মা হচ্ছেন আমাদের জন্য স্বর্গীয় পিতার দেওয়া দান।
৫। যোহন ৭ ঃ ৩৭-৩৯	জীবন্ত জলের নদী	পবিত্র আত্মা নূতন জীবন দিয়ে আমাদের এমন ভাবে কানায় কানায় পূর্ণ করেন যে তা উছলে পড়ে।
৬। ২ করিন্থীয় ১ ঃ ২২ ; ইফিষীয় ১ ঃ ১৩-১৪	জমা, অথবা সীলমোহর	স্বর্গীয় পিতার সাথে আমাদের অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা রূপে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।
৭। যোহন ২০ ঃ ২২ যিহিষ্কেল ৩৭ ঃ ৯, ১৪	ফুঁ (বা নিশ্বাস বায়ু), বাতাস	পবিত্র আত্মা হচ্ছেন ঈশ্বরের নিশ্বাস বায়ু যা আমাদের জীবন দান করে।

১০। আপনার নোট খাতায় পবিত্র আত্মার প্রতীকগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। প্রতিটি প্রতীক যে ধারণা প্রকাশ করে, আরও উপযুক্ত রূপে প্রভুর সেবা করবার জন্য তা আপনি কিভাবে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন তা বলুন। এই অনুশীলনীটি আপনাকে আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে কতিপয় সত্য এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যে আনন্দ লাভ হয় তা আবিষ্কারে সাহায্য করবে।

মণ্ডলীর প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ সেবার জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাগুলির প্রতি বিশ্বাসীর সাড়ার মধ্যে মিল দেখাতে পারা।

অবিশ্বাসী জগৎ এবং বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার বিভিন্ন পথগুলি সম্পর্কে আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন এক সমবেত বা অখণ্ড একক হিসেবে খ্রীষ্ট দেহের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

পুরাতন নিয়মের সময়ে মনোনীত লোকদেরকে পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশেষ বিশেষ সেবার জন্য অভিষেক করবার পরিচর্যা থেকে ঈশ্বরের প্রজাগণ প্রভূতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু নূতন নিয়মের যুগে এই পরিচর্যা আরও বেশী দেখতে পাওয়া যায়, কারণ এখন তা সর্বদা বর্তমান এবং তা কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নূতন নিয়মের সময়ে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা তাঁর পুরাতন নিয়মের সময়কার কার্যাবলী থেকে কিভাবে এবং কেন পৃথক তা আমরা দেখব।

যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে যোহন বাপ্তাইজক এই বলে ঘোষণা করেছিলেন যে, যীশু পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দান করবেন (যোহন ১ ঃ ৩৩)। তাঁর ত্রাণ কার্যের ফলে যীশু তাঁর অনুসারীদের জন্য পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম এবং সেই সাহায্যকারীকে লাভ করবার পথ উন্মুক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন যীশুর নিজস্ব প্রতিনিধি যিনি তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবেন (যোহন ১৪ ঃ ১৬)। তাঁর পুনরুত্থানের

পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কিছু দিনের মধ্যে তারা পবিত্র আত্মা লাভ করবেন এবং এর ফলে তারা শক্তি লাভ করবেন (প্রেরিত ১ ঃ ৫, ৮)।

পুরাতন নিয়মের সময়ের কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ অভিষেকের বদলে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের নূতন অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হোল বিশ্বাসীকে অবিচল ও ফলপ্রসূ আত্মিক জীবন-যাপন ও সেবার সামর্থ্য দান করা। আর পবিত্র আত্মার উপস্থিতি পুরাতন নিয়মের সময়ের মত শুধু মাত্র কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন অথবা কোন বিশেষ উপলক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করবে তিনি তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে বাস করবেন (যোহন ৭ ঃ ৩৮-৩৯ ; ১৪ ঃ ১৭)। অন্তরে পবিত্র আত্মার এই নতুন উপস্থিতির মাধ্যমে শক্তি লাভ করে অনুসারীগণ অকুতোভয়ে অন্যদের কাছে তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এবং ফল হিসেবে মণ্ডলীর নাটকীয় বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

এইরূপে, নূতন নিয়মের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসীগণ তাদের অন্তরে বাস করবার জন্য পবিত্র আত্মাকে লাভ করবার মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করবার এবং ঈশ্বরের সন্তোষজনক পথে তাঁর সেবা করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। পুরাতন নিয়মের সময়ে তারা এক বাইরের আদর্শ (আইন-কানুনের) দ্বারা জীবন যাপন করতেন, নিজেদের সদুদ্দেশ্য ছাড়া যার প্রয়োজন পূর্ণ করবার অপর কোন ক্ষমতাই তাদের ছিলনা। কিন্তু এখন মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাগণের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করেন ও তাদের সমবেত কার্যাবলী পরিচালনা করেন, এর ফলে তারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কার্য সম্পাদন করবার ক্ষমতা লাভ করেন।

১১। লোকদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের বিভিন্ন বর্ণনা (বামে) এবং ঐগুলি ঘটবার সময়ের (ডানে) মধ্যে মিল দেখান। এই অনুশীলনীটি আপনাকে নূতন ও পুরাতন নিয়মের সময়ে পবিত্র আত্মার কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখতে সাহায্য করবে।

···ক) পবিত্র আত্মা কোন কোন কাজের জন্য অন্তরে বাস করতে এসে আবার চলে গিয়েছেন।	১। পুরাতন নিয়মের সময়
··খ) যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদের সকলের অন্তরে বাস করেন।	২। নূতন নিয়মের সময়
··গ) তিনি অন্তরে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত।	
···ঘ) তাঁর উপস্থিতি বাহ্যিক এবং নৈর্ব্যক্তিক।	
··ঙ) লোকেরা শুধুমাত্র তাঁকে গ্রহণ করেই পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করে।	
··চ) মাঝে মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কোন লোককে অভিষেক।	

যীশুর অনুসারীদের শুধুমাত্র ফলপ্রসূ **সাক্ষী** হওয়ার ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু সাফল্যের সাথে সুসমাচারের পক্ষ **সমর্থনের** ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্ক ১৩ ঃ ৯-১১ পদের কথাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এর পূর্বে একটি উপলক্ষ্যে পিতর এতই দুর্বল ছিলেন যে তিনি যীশুর সাথে তার সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে পারেন নি (মথি ২৬ ঃ ৬৯-৭৫)। সে যা হোক, যীশুর পুনরুত্থান দেখা ও পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া সহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে তিনি সাহসের সাথে প্রচার করেছেন (প্রেরিত ২ অধ্যায়) এবং তাঁর বিশ্বাসের পক্ষে সুযুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য দান করেছেন (প্রেরিত ৪ ঃ ৮-২০)।

এছাড়াও পবিত্র আত্মা তাঁর দাসদের কোথায় যেতে হবে আর কোথায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে মণ্ডলীর **সুসমাচার প্রচার কার্যও** নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ২ ; ১৬ ঃ ৬-৭)। তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনার ফলেই প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানগণ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে সব লোকদের কাছে সুখবর প্রচারের দায়িত্ব বহনকারী মণ্ডলীর (মার্ক ১৬ ঃ ১৫) পক্ষে এর কাজ চালিয়ে যাওয়া

সম্ভবপর হয়েছিল। মণ্ডলীর প্রথম সুখবর প্রচার কাজে পবিত্র আত্মাই পৌল ও বার্ণবাকে সেবার জন্য আলাদা করে তাদেরকে এই পরিচর্যার উদ্দেশ্যে অভিষেক করেছিলেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ২)।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর উপযুক্ত **প্রশাসনের** ব্যাপারেও নির্দেশ ও পরিচালনা দান করেছেন। মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়ে যখন জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেল তখন বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যাবলীর উদয় হোল যেগুলির জন্য এমন সমাধান আবশ্যক হয়েছিল যা পবিত্র শাস্ত্র ও খ্রীষ্টিয় ভালবাসার সাথে সংগতিপূর্ণ। মানুষের স্বাভাবিক কুসংস্কার খ্রীষ্ট দেহকে বিভক্ত করবার ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনার দ্বারা যাকোব ও প্রেরিতগণ সব সমস্যা সমাধান করে বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫ ঃ ২৮-২৯)। এর ফলে মণ্ডলী আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে এবং এক একতার মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

তাঁর অবিরাম নির্দেশ ও পরিচালনার দ্বারা পবিত্র আত্মা পৌল ও অন্যান্যদের মাধ্যমে মণ্ডলীকে উৎসাহ, সান্ত্বনা, শিক্ষাদান ও সতর্ক করেছেন এবং তাদের লেখা পত্রাবলীর মাধ্যমে মণ্ডলীর জন্য শাসন ও শৃংখলার বন্দোবস্ত দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত পৌল সামাজিক দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে করিন্থের মণ্ডলীতে আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিশেষ প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন (১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৪০)। এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক শাসনকে এমন একটি বৃদ্ধি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে পরিপক্কতার পথে নিয়ে যান (ইব্রীয় ১২ ঃ ৪-১১)।

পরিপক্কতার প্রক্রিয়ায় সর্বজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে পবিত্র আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এই পৃথিবীতে এবং খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীতে তার কার্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করেন। রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮, ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১-২৮ এবং ইফিষীয় ৪ ঃ ১১-১৬ পদের মধ্যে তুলনা করুন। পৌল বলেন, "ঈশ্বর প্রত্যেককে তাদের বিশেষ বিশেষ

কাজের জন্য ক্ষমতা দান করেন। সকলের মঙ্গলের জন্যই এক এক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এক এক পথে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হন" (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৬-৭, অনুবাদ)।

অতএব আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে এই শক্তিগুলি দান করেন ঃ

১। সুখবর প্রচারের শক্তি।
২। বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও সাহস।
৩। সমগ্র খ্রীষ্ট দেহকে এবং সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র সভ্য-সভ্যাদেরকে পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত বরদান।
৪। কার্য পরিচালনার জন্য মানব-নেতৃত্ব।
৫। মহান (আদেশের) কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দর্শন ও প্রেরণা।

১২। ডান পাশে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন পরিচর্যার বর্ণনা এবং বাম পাশে বিশ্বাসীদের সাড়া বর্ণনা করা হয়েছে। কোন্ সাড়া কোন্ পরিচর্যার উপযুক্ত তা দেখান।

ক) বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কাছে সুখবর বার্তা পৌঁছে দেবার সুযোগ সম্বন্ধে সজাগ এবং তা লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।	১। জীবন ও সেবার জন্য মৌলিক ক্ষমতা দান করেন।
খ) মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা প্রত্যেকে যার যার বিশেষ পরিচর্যা কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এক একতাবদ্ধ দেহ রূপে কাজ করেন।	২। বিভিন্ন বরদান দেন।
গ) বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হন।	৩। দর্শন ও পরিচালনা দান করেন।
ঘ) বিশ্বাসীরা সুসমাচারের পক্ষ সমর্থনের শক্তি লাভ করেন।	৪। সমস্যাবলী সমাধান করেন।
	৫। প্রজ্ঞা ও সাহস দান করেন।

…ঙ) বিশ্বাসীরা বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে পবিত্র শাস্ত্র
এবং প্রার্থনার উপরে নির্ভর করেন।

আত্মিক জীবন, শক্তি, দর্শন, ফলপ্রসূ সেবা, দুঃখ-কষ্টের সময়ে সাহায্য এবং আমাদের ব্যক্তিগত বিজয় ও পরিপক্কতার জন্য আমাদের কত বেশী পরিমাণে পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করা আবশ্যক তা আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন। পবিত্র আত্মার আরাধনা করুন। আপনার জীবনে তার উপস্থিতিকে ভালবাসুন। তিনি আপনাকে যে প্রকার আত্মিক ব্যক্তিরূপে দেখতে চান বৃদ্ধি পেয়ে ও বিকশিত হয়ে সেই প্রকার ব্যক্তি হতে আগ্রহী হোন। পবিত্র আত্মা, যিনি আপনার অন্তরে বাস করতে এসেছেন তাঁর বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকুন। তাঁর রব, তাঁর মিনতি, তাঁর সংশোধন এবং তাঁর উপদেশের প্রতি সংবেদনশীল হোন। আপনার প্রতিটি চিন্তা, কথাবার্তা এবং কাজের মধ্যে যেন পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের প্রতি আপনার সচেতন তারই প্রতিফলন ঘটে। তাহলে আপনার পথ আত্মিক ভাবে সমৃদ্ধশালী এবং আপনার জীবন প্রকৃতই সফল হয়ে উঠবে।

পরীক্ষা

সত্য-মিথ্যা। উক্তিটি সত্য হলে পাশে **স** এবং মিথ্যা হলে পাশে **মি** লিখুন।

……১। অনন্ততা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, এবং সর্বজ্ঞতা—ঈশ্বরত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপ করা যায়।

……২। পৌলের লেখায় একমাত্র ঈশ্বরের ইংগিতকারী **প্রভু** কথাটি পবিত্র আত্মার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

……৩। প্রৈরিতিক আশীর্বচন এবং বাপ্তিস্মের সূত্র ত্রিত্বের ব্যক্তিদের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দেখায়।

…… ৪। পবিত্র আত্মা বাতাসের মত বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

..... ৫। ব্যক্তির উপযুক্ত কার্যাবলী, ব্যক্তির উপযুক্ত বিভিন্ন নাম, ব্যক্তি-সুলভ সম্মিলন, ব্যক্তি-সুলভ সর্বনাম এবং ব্যক্তি-সুলভ আচার-আচরণ, ইত্যাদি বিশেষ জোরের সঙ্গে ইংগিত করে যে পবিত্র আত্মা ব্যক্তি সম্পন্ন।

..... ৬। আমরা সসীম এবং পবিত্র আত্মা অসীম বলে আমরা তাঁর ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে কোন কিছু বুঝতে অক্ষম।

.....৭। পবিত্র আত্মা অপবিত্র, পাপী লোকদের সাথে বাস করেন না।

.....৮। বিশ্বাসীরা তাদের হয়ে পবিত্র আত্মার মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাঁর বিশেষ সাহায্য লাভ করে থাকেন।

.....৯। পিতর এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিশ্বাস ও জীবন যাপনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের বাক্যের অনেক বেশী নির্ভর যোগ্য।

.....১০। পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েল জাতির মধ্যে এবং নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার একটি বড় পার্থক্য হোল তিনি নূতন নিয়মের বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করেন।

.....১১। যাদের কাছে সুখবর বার্তা পৌঁছায়নি তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারী কর্মচারীদের সামনে সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করার মধ্যেই পবিত্র আত্মার পরিচর্যা সীমাবদ্ধ।

.....১২। সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মা এক নির্ভরযোগ্য পরিচালক।

..... ১৩। বিশ্বাসী যখন তার পাপ স্বভাবের উপরে জয় লাভের জন্য পবিত্র আত্মার পরিচালনা গ্রহণ করেন তখন তিনি ক্রমেই তার প্রভুর মত হয়ে উঠতে থাকেন।

.....১৪। আমরা যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হই তখন আত্মাতে জীবন যাপনের শুরু হয়।

.....১৫। বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করেন তখন তিনি পূর্ণ আত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করেছেন।

..... ১৬। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হচ্ছে আত্মাতে আরও জীবন ও বৃদ্ধির ভিত্তি।

..... ১৭। পিতার সাথে আমাদের অন্তর জীবনের নিশ্চয়তা হিসেবে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

.....১৮। তৈল দ্বারা অভিষেক করা হচ্ছে পবিত্র আত্মার বিশুদ্ধতার প্রতীক।

..... ১৯। পবিত্র শাস্ত্রে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে জীবন্ত জলের নদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

..... ২০। বিশ্বাসী যে সর্বদা পবিত্র এবং পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হবেন অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মা হচ্ছেন তার নিশ্চয়তা স্বরূপ।

৫ম পাঠ আরম্ভ করবার আগে ১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট পূর্ণ করে উত্তর পত্র আপনার আই-সি-আই শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক ৪) অনন্ততা।
খ ৩) সর্বত্র বিদ্যমানতা।
গ ১) সর্ব শক্তিমত্তা।
ঘ ২) সর্বজ্ঞতা।

১২। ক ৩) দর্শন ও পরিচালনা দান করেন।
খ ২) বিভিন্ন বরদান দেন।
গ ১) জীবন ও সেবার জন্য মৌলিক ক্ষমতা দান করেন।
ঘ ৫) প্রজ্ঞা ও সাহস দান করেন।
ঙ ৪) সমস্যাবলী সমাধান করেন।

২। ক), গ) এবং ঘ) এর উত্তরগুলি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়। খ) এর উত্তরটি ঈশ্বরত্বের একটি প্রমাণ নয়, "সাহায্যকারী" কথাটি পবিত্র আত্মার বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি কাজ বর্ণনা করে মাত্র।

১০। আপনার উত্তর আমার নীচের উত্তরটির মতই হতে পারে ঃ

আগুন ঃ পবিত্র আত্মা আমাকে শুদ্ধ করেন।

কবুতর ঃ তিনি কোমল ভাবে আমায় পরিচালনা দেন।

অভিষেকের তৈল ঃ ফলপ্রসূ সেবার উদ্দেশে পবিত্র আত্মা আমাকে অভিষেক করেন।

দান ঃ পবিত্র আত্মা হচ্ছেন আমার জন্য ঈশ্বরের উত্তম দান।

জীবন্ত জল ঃ তিনি আমাকে জীবন দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করেন যে তা উছলে পড়ে।

জমা অথবা সীলমোহর ঃ আমি যে ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যের অংশী হব, পবিত্র আত্মা হচ্ছেন তার নিশ্চয়তা।

ফুঁ, বাতাস ঃ পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে অনন্ত জীবনের বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেন।

৩। ক ২) পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার কাজ।
খ ৩) ঐশ্বরিক সার্বভৌম ক্ষমতা।
গ ৪) ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বরিক সমতা।
ঘ ১) জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব।
ঙ ৪) ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বরিক সমতা।

১১। ক ১) পুরাতন নিয়মের সময়।
খ ২) নূতন নিয়মের সময়।
গ ২) নূতন নিয়মের সময়।
ঘ ১) পুরাতন নিয়মের সময়।
ঙ ২) নূতন নিয়মের সময়।
চ ১) পুরাতন নিয়মের সময়।

৫। এগুলি প্রকাশ করে যে তিনি এমন সব কাজ করেন যা কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার পক্ষেই সম্ভব এবং কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তির পক্ষে যা সম্ভব নয়। অতএব এগুলি পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতিই ইংগিত করে।

৮। আপনার উত্তর। উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) নূতন জন্মের দ্বারা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত করেন।

খ) তিনি আমাদের সাক্ষ্যদান করবার শক্তি দেন।

গ) তিনি আমাদের শিক্ষা দেন।

ঘ) তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করেন (আমাদের পক্ষে মিনতি করেন)।

ঙ) আমরা তাঁকে যখন সুযোগ দেই তখন তিনি আমাদের বিজয়ী, খ্রীষ্টের সদৃশ জীবনে চালিত করেন।

চ) আমরা যখন আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর হাতে সঁপে দেই তখন তিনি আমাদের মধ্যে আত্মিক ফল (খ্রীষ্ট-সুলভ চরিত্র) উৎপন্ন করেন।

৬। গ) (নৈর্ব্যক্তিক শক্তি) এবং ছ) (এটি, ঐটি) বাদে আপনার পক্ষে বাকী সবগুলিতেই টিক চিহ্ন দেওয়া উচিৎ। এই দু'টি বিশেষণ পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

৯। ক) বর্ষণ। খ) বাপ্তিস্ম। গ) (আত্মাতে) পূর্ণ হওয়া।

৪। ক ৩) ইচ্ছাশক্তি। খ ১) বুদ্ধি। গ ২) সংবেদন শীলতা।

৭। ক), গ) এবং ঘ) এর উত্তরগুলি সত্য। খ) এর উত্তর মিথ্যা। (খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের উপরে জয়ী হয়েছেন।)

নোট

দ্বিতীয় খণ্ড

ঈশ্বরের প্রজাবর্গ